কলকাতা উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা এক্তিয়ার)

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

২০২৩ সালের সি. আর. আর. ১০২৭

সঙ্গে

২০২৩-এর আইএ নং. সিআরএএন ১

সহ

(দায়িত্বপ্রাপ্ত)

রাম বাবু বনসল @রাম বাবু বনসল এবং অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীদের পক্ষেঃ শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য, উকিল

শ্রী চিরঞ্জীব সিনহা, উকিল

শ্রীমতী সুচিত্রা চ্যাটার্জি, উকিল

শ্রী অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, উকিল

বিপরীত পক্ষের জন্য ২ নংঃ 'শ্রী আর. কে. গৌতম, উকিল

শ্রী রাজেশ বাসান্দি, উকিল

শ্রীমতী রশ্মি সিংহি, উকিল

শ্রীমতী শ্রেয়া চৌধুরী, উকিল

রাজ্যের জন্যঃ 'শ্রী সুদীপ ঘোষ, উকিল

শ্রী বিটাসোক ব্যানার্জি, উকিল

শুনেছেনঃ ২৫.০৭.২০২৩,১৭.০৮.২০২৩,

৩০.০৮.২০২৩,০৫.০৯.২০২৩,

২২.০৯.২০২৩,২৭.০৯.২০২৩,

১১.১০.২০২৩,

রায়ঃ **২৯ নভেম্বর, ২০২৩**

বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

মামলার তথ্যঃ-

১। বিরোধী দল নং. ২, শ্রীমতী রাধা বানসাল ০২.০১.২০২১ তারিখে আসানসোল থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং এটিকে এফ.আই.আর হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল যার ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৬/১২০খ ধারার অধীনে ২০২১ তারিখের ০২.০১.২০২১ তারিখের আসানসোল দক্ষিণ থানার মামলা নং ০৩ হিসাবে তাত্ক্ষণিক কার্যক্রমের জন্ম দেয় (এর জন্য সংক্ষিপ্ত আইপিসি)।

২. লিখিত অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছিল যে শ্রী জয় প্রকাশ বনসল (বিরোধী দল নং ২-এর স্বামী) (সংক্ষেপে জে. পি. বনসল) যেহেতু তাঁর ভাইদের সাথে মারা গেছেন মাইনিং অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড আটওয়াল নগর, গারাই রোড, আসানসোল

নামে একটি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি উপরোক্ত ব্যবসার তাঁর ১৩.৮৬% শেয়ারের বিষয়ে ০৩.০৩.২০১৫-এ একটি 'উইল' কার্যকর করেছিলেন যাতে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ব্যবসার অংশ উপভোগ করতে পারেন এবং তার পরে তাঁর পুত্র অনীশ বনসল উক্ত শেয়ারের মালিক হতে চলেছেন।

৩। ০৬.০২.২০১৮-এ তাঁর স্বামী জে. পি. বনসলের মৃত্যুর পর, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী নিজেকে উক্ত কোম্পানিতে তাঁর স্বামীর ব্যবসার বৈধ অংশীদার বলে দাবি করেন। সেই সময় উক্ত ব্যবসার অন্যতম অংশীদার রাম বাবু বনসলের ছেলে সঞ্জয় বনসল, অভিযোগকারীর স্বামী তাঁর পক্ষে '০১.০১.২০১৮' তারিখের একটি উপহার পত্র পেশ করেন এবং নিজেকে জে. পি. বনসলের শেয়ারের মালিক বলে দাবি করেন। পরে, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী ব্যক্তিগত ফরেনসিক ডকুমেন্ট এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞের দ্বারা ০১.০১.২০১৮ তারিখের উপহারের চিঠিতে তার স্বামীর স্বাক্ষর যাচাই করার ব্যবস্থা করেছিলেন, যিনি মতামত দিয়েছিলেন যে ০১.০১.২০১৮ তারিখের উপহারের চিঠিতে স্বাক্ষর এবং শেয়ার ট্রান্সফার ফর্মটি জাল এবং এর ফলে প্রতারণা এবং এর অপব্যবহারের অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সম্পত্তি আরোপ করা হয়েছিল।

৪। যে তাত্ক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত কথিত তদন্ত শেষ হওয়ার পরে,তদন্তকারী সংস্থা ১৯.০৩.২০২১ তারিখের ২০২১ সালের এফআরটি নং ৮৪ হওয়াতে সত্যের ভুল হিসাবে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং এখানে আবেদনকারী হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছে ।

৫। ২৮.১২.২০২১-এ, বিপরীত পক্ষ নং ২ তাৎক্ষণিক মামলার আরও তদন্তের জন্য একটি প্রার্থনা সহ মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোলের সামনে একটি প্রতিবাদ পিটিশন (নারাজি পিটিশন) পেশ করে।

৬। ২১.০২.২০২৩ তারিখে, পশ্চিম বর্ধমানের লেফটেন্যান্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আসানসোল দক্ষিণ থানা থেকে উদ্ভূত ২০২১ সালের জি.আর. মামলা নং ১০ এর সাথে সম্পর্কিত, ২০২১ সালের ০৩ তারিখের ২০২১ সালের ০২.০১.২০২১ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৬/১২০বি এর অধীনে বিপরীত পক্ষের দায়ের করা নারাজি আবেদনটি মঞ্জুর করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আসানসোল দক্ষিণ থানা পুলিশের ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা ব্যতীত তার নিয়ন্ত্রণাধীন একজন উপযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে মামলাটি আরও তদন্ত করার নির্দেশ দেন এবং একই আদেশে, লেফটেন্যান্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আসানসোল দক্ষিণ থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জকে প্রশ্নবিদ্ধ নথিগুলি পরীক্ষা এবং/অথবা যেকোনো উপযুক্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা যাচাই করার নির্দেশ দেন।

৭। বিজ্ঞ প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পশ্চিম বর্ধমান (আসানসোল) দ্বারা পাস করা ২১.০২.২০২৩, আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার সাথে পড়া ৩৯৭/৪০১ ধারার অধীনে এই মাননীয় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন (সংক্ষেপে সিআর.পি.সি)।

সমস্যাঃ-

৮। আর্থিক লাভ/ক্ষতি

৯। জে. পি. বনসল একটি উইল এর মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর পক্ষে পুরো শেয়ার হস্তান্তর করেন ০৩.০৩.২০১৫ তারিখে।

১০। কিন্তু পরবর্তীতে ০১.০১.২০১৮ তারিখে তিনি তার ভাগ্নে সঞ্জয় বানসালের পক্ষে উপহারের একটি চিঠির মাধ্যমে তার শেয়ারগুলি হস্তান্তর করেন এবং ০৬.০২.২০১৮ তারিখে তার মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে [কিউ.ডি.ই.বি.-এর রিপোর্টের মধ্যে স্বাক্ষরের বিশ্বাসযোগ্যতা/বিরোধ (প্রশ্নযুক্ত ডকুমেন্ট এক্সামিনেশন ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিআইডি) এবং (ব্রিলিয়ান্ট ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন প্রাইভেট লিমিটেড) (বিএফআই)] এর ব্যক্তিগত বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন।

১১। জে. পি বনসল দ্বারা পরবর্তী শেয়ার হস্তান্তরের কারণ।

যুক্তি-তর্কঃ

১২. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বিতর্কিত আদেশটি প্রকৃতপক্ষে ভুল কারণ যে প্রেক্ষাপটে এলডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ক্লোজার রিপোর্টে হস্তক্ষেপ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে ভুল কারণ অভিযুক্তদের নির্দেশে কথিত অসহযোগিতা করা হয়েছিল।

১৩. বিতর্কিত আদেশে বিজ্ঞ প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এইভাবে দাখিল করা ক্লোজার রিপোর্টকে বিরক্ত করার জন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ উপস্থাপন করেননি। তিনি কেন কিউ.ডি.ই.বি-এর কোনও কারণ/ভিত্তি উল্লেখ করেননি। রিপোর্ট আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

১৪. প্রতিবাদের আবেদনে প্রথম তথ্যদাতা বলেন যে তিনি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭২ ধারার অধীনে 'অন্যথায় অনানুষ্ঠানিকভাবে' সিডির অংশ হওয়া সমস্ত প্রসিকিউশন কাগজপত্র পেয়েছিলেন যার ভিত্তিতে বর্তমান প্রতিবাদ পিটিশনটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, তিনি অসৎ মামলাকারীদের মতবাদে পড়ে।

১৫. মাইনিং অ্যাসোসিয়েটস একটি তালিকাবিহীন কোম্পানি হওয়ায় 27 কোটি টাকা জড়িত থাকার অভিযোগটি কোনও শক্ত ভিত্তি সমর্থন করে না।

১৬. কিউডিইবি রিপোর্ট প্রত্যাখ্যানের পিছনে কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

১৭। অসম্মানিত আদেশে, শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট রেকর্ড করেছেন যে 'উপহারের চিঠি'-তে স্বাক্ষরগুলি নকল ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি

কোনো দৃঢ় প্রামাণ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। যে বিশেষজ্ঞের মতামতের উপর নির্ভর করা হয়েছিল তিনি একজন তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞ নন।

১৮. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পরস্পরবিরোধী সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এফআইআর-এ অভিযোগ। [অনুচ্ছেদ নরাজি পিটিশনের ২২ পৃষ্ঠার ১১]

১৯. উইলে শেয়ারের কোন সুনির্দিষ্ট বিবরণ ছিল না এবং উইলটি প্রোবেট করা হয়নি।

২০. তার যুক্তিকে আরও প্রমাণ করার জন্য জনাব ভট্টাচার্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন:-

- **সুরেশ কুমার গোয়েল এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যটি এ. আই. আর ২০১৯ সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট করেছে ৫৩৫**
- **অজিত সাভান্ত মাজাগভাই বনাম কর্ণাটক রাজ্য (১৯৯৭) ৭ সুপ্রিম কোর্টের মামলায় রিপোর্ট করেছে ১১০**
- **কিষাণ লাল বনাম ধর্মেন্দ্র বাফনা এবং অন্য একজন রিপোর্ট করেছেন (২০০৯)৭ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৮৫**
- **মধু লিমায়ে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭৭) সুপ্রিম কোর্টের ৪ মামলায় রিপোর্ট করেছে ৫৫১**
- **বিনয় ত্যাগী বনাম ইরশাদ আলী ওরফে দীপক এবং অন্যান্য রিপোর্ট করা হয়েছে (২০১৩) ৫ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৭৬২**

- **দিলীপ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১০) সুপ্রিম কোর্টের ২টি মামলা ১১৪ রিপোর্ট করেছেন**
- **দুলাল সরকার ২০১২ সালে এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২৮২৪ রিপোর্ট করেছেন**
- **হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম সিএইচ. ভজন লাল এবং অন্যান্যরা এআইআর ১৯৯২ সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট করেছেন ৬০৪**
- **এইচ. এন. রিশবুদ এবং অন্য একটি বনাম দিল্লি রাজ্য এআইআর ১৯৫৫ সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট করেছে ১৯৬**
-

২১। এর বিপরীতে, ২ নং বিপরীত পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি, শ্রী আর. কে. গৌতম বলেছেন যে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি আইনত রক্ষণযোগ্য নয় কারণ এটি তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ অভিজিৎ সেন শর্মা, যিনি অভিযুক্ত নন, দায়ের করেছেন। তাই তিনি বর্তমান আবেদনকারী/অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এটি দায়ের করার যোগ্য নন।

২২. ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৯৭ (২) ধারা অনুসারে আন্তঃস্থানীয় আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি সংশোধন দায়ের করার জন্য একটি স্পষ্ট বাধা রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে, এলডি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ২১.০২.২০২৩ তারিখের প্রশ্নযুক্ত আদেশ। প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট একটি আন্তঃস্থানীয় আদেশ।

২৩। পিটিশনকারীরা এর আগে ২ নং বিপরীত পক্ষের প্রতিবাদী পিটিশনের বিষয়বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

২৪। প্রতিবাদ পিটিশন দাখিলের সীমাবদ্ধতা/সময়সীমা সম্পর্কে ফৌজদারি কার্যবিধিতে কোনও বিধান নেই এবং তথ্য ও পরিস্থিতি থেকে এটা স্পষ্ট যে বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবাদ পিটিশন দাখিল করতে কোনও বিলম্ব নেই।

২৫। তদন্ত চলাকালীন, পুলিশ চারটি নথি বাজেয়াপ্ত করেছে, যার মধ্যে বিপরীত পক্ষের ২ নম্বর থেকে ০৩.০৩.২০১৫ তারিখের নিবন্ধিত উইল রয়েছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, বাজেয়াপ্ত করা উইলটি পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে, তাৎক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথির সাথে তুলনা করার জন্য ডিরেক্টর, কিউ.ডি.ই.বি-এর কাছে পাঠায়নি।

২৬. কিউ. ডি. ই. বি-র উক্ত বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে কোনও প্রমাণ ছাড়াই এবং এর মতামতও নিরঙ্কুশ নয়।

২৭। আবেদনকারী/অভিযুক্তরা এই বলে আদালতকে বিভ্রান্ত করেছে যে মৃত ব্যক্তিটি শ্রী রাম বাবু বনসলের পূর্ণ রক্তের ভাই, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল যে মৃত ব্যক্তিটি রাম বাবু বনসলের সৎ ভাই।

২৮. এই বিষয়ে যুক্তি যে বিপরীত পক্ষ নং ২ পরিচালক, কিউ.ডি.ই.বি, সিআইডি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্টের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি এটি বাস্তবিকভাবেও ভুল কারণ এটি ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মূল কাগজের বইয়ের অনুচ্ছেদ নং ৩৪-এর পৃষ্ঠা- ৬৪এ বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে৷

২৯. বিজ্ঞ আইনজীবী, শ্রী আর.কে. গৌতম, তার বিরোধের সমর্থনে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্ভর করেছিলেন: -

- **বিনয় ত্যাগী বনাম ইরশাদ আলী @দীপক এবং অন্যান্যরা ২০১৩(৫) এস. সি. সি ৭৬২ রিপোর্ট করেছেন**
- **পীতাংবরন বনাম কেরালা রাজ্য ও অন্যান্যরা ২০২৩ অল এসসিআর (সি. আর. এল.) ১০৩৫ রিপোর্ট**
- **কিষাণ লাল বনাম ধর্মেন্দ্র বাফনা ও আনার. ২০০৯ (৭) এস. সি. সি ৬৮৫ রিপোর্ট করেছেন**
- **গিরিশ কুমার সুনেজা বনাম সি. বি. আই রিপোর্ট করেছেন ২০১৭ এআইআর (সুপ্রিম কোর্ট) ৩৬২০**
- **সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস এবং অন্যান্য বনাম সাহারা হাউজিং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০২২) ৯ এসসিসি ৭৯৪-এ রিপোর্ট করেছে**
- **১৯৭৭ সালে রিপোর্ট করা অমর নাথ বনাম হরিয়ানা রাজ্য (৪) এস. সি. সি ১৩৭**
- **লুকোস জাকারিয়া @জাক নেদুমচিরা লুক এবং অন্যান্য বনাম জোসেফ জোসেফ এবং অন্যান্যরা ২০২২ সালে রিপোর্ট করেছেন (২) আর. সি. আর. (ফৌজদারি) ২৬০**
- **বাবুভাটি বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যরা রিপোর্ট ২০১০ (১২) এস. সি. সি ২৫৪-তে।**

- শ্রী সুমন্ত সিনহা ও অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২০১৩ সালে এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২৩০১০
- বিনোভাই হরিভাই মালব্য এবং ও. আর. এস. বনাম গুজরাট রাজ্য এবং এ. এন. আর. ২০১৯ সালে রিপোর্ট করেছে (১৭) এস. সি. সি ১
- হাসানভাই ভালিভাই কুরেশি বনাম গুজরাট রাজ্য এবং ওআরএস। ২০০৪ সালে রিপোর্ট করা হয়েছে (৫) এসসিসি ৩৪৭
- কে. চন্দ্রশেখর বনাম কেরালা রাজ্য ১৯৯৮ সালে রিপোর্ট করেছে (৫) এস. সি. সি ২২৩
- মুরারিলাল বনাম এমপি রাজ্য ১৯৮০ সালে রিপোর্ট করেছে (১) এসসিসি ৭০৪
- আলমগীর বনাম রাজ্য (এনসিটি, দিল্লি) ২০০৩ সালে রিপোর্ট করেছে এআইআর (সুপ্রিম কোর্ট) ২৮২
- সুশ্রী নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড. মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা ২০২১ এ. আই. আর (সুপ্রিম কোর্ট) ১৯১৮-এ রিপোর্ট করেছে
- সিদ্ধার্থ মুকেশ ভাণ্ডারি বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আন্যান্য ২০২২(১০) এসসিসি ৫২৫ রিপোর্ট করা হয়েছে
- চন্দ্র দেও সিং বনাম প্রকাশ চন্দ্র বসু ওরফে চাবি বোস এবং অন্য একজন ১৯৬৩ এআইআর (সুপ্রিম কোর্ট) ১৪৩০-এ রিপোর্ট করেছিলেন
- রঞ্জিত সিং বনাম ইউ. পি. রাজ্য ২০০০(৩) আর. সি. আর. (ফৌজদারি) ৩৫৫ রিপোর্ট করা হয়েছে

- **মথুরা প্রসাদ ও অন্যান্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য ২০০৭ (৫) আর. সি. আর. (ফৌজদারি) ৭৮৮ রিপোর্ট করা**
- **সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বনাম আরিয়ান সিং ২০২৩ সালে এআইআর (সুপ্রিম কোর্ট) ১৯৮৭-এ রিপোর্ট করেছেন**
- **মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম ডঃ মারোটি পুত্র কাশীনাথ পিম্পলকর ২০২২ (৪) আর. সি. আর. (ফৌজদারি) ৯৩৪ রিপোর্ট করেছেন**

৩০. সুরেশ কুমার গোয়েল (উপরে উল্লিখিত) মামলায় বলা হয়েছে যে, শেয়ারের মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে মোকাবিলা করা যেতে পারে যদি এটি আপিলকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নষ্ট করার চেষ্টা হয়।

৩১. অজিত সাভান্ত (উপরে) রায় এবং খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ও ৪৭ ধারার অর্থের মধ্যে স্বাক্ষর, আঙুলের ছাপ ইত্যাদির বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন।

৩২. কিষাণ লাল (উপরে) এবং বিনয় টাইগাই (উপরে) পূর্ববর্তী অন্যায্য তদন্তের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে আরও তদন্তের বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার উপর জোর দিয়েছিলেন।

৩৩. মধু লিমায়ে (সুপ্রা) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আদালত ইন্টারলোকিউটরি আদেশ বাতিল করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

৩৪. দিলীপ সিং (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃপক্ষ এবং আদালতকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টার সম্মুখীন হয়।

৩৫. দুলাল সরকার (উপরে) মামলায় দেখা গেছে যে, পরবর্তী তদন্তের কোনও আদেশ দেওয়ার আগে আদালতকে তদন্তে অসন্তোষের কারণ নথিভুক্ত করতে হবে।

৩৬. ভজন লাল (উপরে) এবং এইচ. এন. রিশবুদ (উপরে) এমন একটি বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন যা আমাদের সঙ্গে অভিন্ন নয়।

৩৭. পীতাংবরন (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আরও তদন্তের আদেশ দেওয়ার জন্য জেলা পুলিশ প্রধানের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে।

৩৮. গিরিশ কুমার সুনেজা (উপরে) এবং অমর নাথ (উপরে) রায় দিয়েছেন যে অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে সংশোধন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৯৭ (২) বা ৪৮২ ধারার অধীনে রক্ষণযোগ্য নয়।

৩৯. সাহারা হাউজিং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে (উপরে) মাননীয় আদালত অন্তর্বর্তী পর্যায়ে সমস্ত তদন্ত স্থগিত রাখতে নিরুৎসাহিত করেছে।

৪০. লুকোস জাকারিয়া (সুপ্রা) বলেছেন যে অভিযুক্তরা অপরাধ করেছে বলে অনুমান করার জন্য বৈধতা বিশ্লেষণ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে আইন অনুসারে বিবেচনা করতে হবে।

৪১. বাবুভাই (উপরে উল্লিখিত) বলেন যে, স্বাধীন সংস্থার দ্বারা নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যেখানে পক্ষপাতদুষ্ট তদন্তে একটি পক্ষকে সমর্থন করা হয়েছে।

৪২। সুমন্ত সিনহা (উপরে) একটি প্রতিবাদ পিটিশনে আরও তদন্তের আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে কোনও অবৈধতার ভিত্তিতে আরও তদন্তের আদেশ বহাল রাখা হয়েছিল।

৪৩. হাসানভাত (উপরে) রায় দিয়েছেন যে বিচারের কার্যধারায় বিলম্বের ভিত্তিতে আরও তদন্ত প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

৪৪. কে. চন্দ্রশেখর (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে (২) এর অধীনে পুলিশ রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরেও, পুলিশের (৮) এর অধীনে 'আরও তদন্ত' করার অধিকার রয়েছে তবে 'নতুন তদন্ত বা পুনর্বিবেচনা' নয়।

৪৫. মুরারিলাল (সুপ্রা) এবং আলমগীর (সুপ্রা) মনে করেন যে, হাতের লেখা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণযোগ্য নয় যদি না এর যথেষ্ট প্রমাণ থাকে।

৪৬. নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে পিটিশন খারিজ করার সময় হাইকোর্টের 'গ্রেপ্তার না করার' অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়া বা 'কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা' উচিত নয়।

৪৭. সিদ্ধার্থ মুকেশ ভান্ডারী (সুপ্রা) রায় দেন যে তদন্তের উপর স্থগিতাদেশ এবং/অথবা অন্তর্বর্তীকালীন কোনও প্রতিকার কেবলমাত্র বিরলতম ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। ফলস্বরূপ, ফৌজদারি কার্যধারার ক্ষেত্রে আরও তদন্তের উপর স্থগিতাদেশ বাতিল করা হয়েছে।

৪৮. চন্দ্র দেও সিং (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে অভিযুক্তের কাছে প্রক্রিয়া জারি করার আগে অভিযুক্তের তদন্তে অংশ নেওয়ার কোনও অধিকার নেই।

৪৯. রঞ্জিত সিং (পূর্ণ বেঞ্চ) (উপরে) তদন্তের পরে পুলিশের জমা দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সময় অভিযুক্তের কথা শোনার কোনও প্রয়োজন নেই বলে রায় দিয়েছেন।

৫০. নিম্নলিখিত হিসাবে অভিযুক্ত মথুরা প্রসাদ (উপরে উল্লিখিত) প্রাক-অভিজ্ঞান পর্যায়ে শুনানির সুযোগের অধিকারী নন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আইনের অধীনে কোনও অভিযুক্তকে প্রাক-অভিজ্ঞান পর্যায়ে শোনার প্রয়োজন নেই।

৫১. সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনে (সুপ্রা) বলা হয়েছে যে আদালতকে কেবল দেখতে হবে যে প্রাথমিকভাবে মামলাটি বিদ্যমান কিনা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে কিনা যার জন্য অভিযুক্তদের বিচার করা প্রয়োজন বা না।

৫২। মহারাষ্ট্র রাজ্য (সুপ্রা) নিম্নলিখিত হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়- ধারা 482 এর অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ সংক্ষিপ্তভাবে করা উচিত কারণ এটি একটি ব্যতিক্রম এবং নিয়ম নয় এবং এটি বাস্তব এবং যথেষ্ট ন্যায়বিচার করার জন্য করা উচিত।

সিদ্ধান্তঃ

৫৩। চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে (তথ্যের ভুল) ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী একটি প্রতিবাদ পিটিশন দাখিল করেছিলেন যা বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আসানসোলের নিম্নলিখিত আদেশ দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছিল এবং অনুমোদিত হয়েছিল: -

"২১.০২.২০২৩ তারিখের আদেশ

নারাজী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশের জন্য আজ দিন ধার্য রয়েছে।

উভয় পক্ষই নিজ নিজ হাজীরা ফাইল করে।

আদেশ পাশ করার জন্য কেস রেকর্ড নেওয়া হয়।

পিটিশন কেস রেকর্ড এবং সি/ডি পরীক্ষা করেছেন।

বর্তমান মামলাটি সম্পূর্ণ গুরুতর যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে ২৭ কোটিরও বেশি মূল্যের শেয়ার মাইনিং অ্যাসোসিয়েটস পুট লিমিটেড থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

স্বীকার করা যায় যে, জয় প্রকাশ বনসলের উক্ত মাইনিং অ্যাসোসিয়েটস পুট লিমিটেড-এ ১৩.৮৬% ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে। অভিযোগকারী দাবি করেছেন যে, জয় প্রকাশ বনসল এই মামলায় অভিযোগকারী তাঁর স্ত্রীর পক্ষে উক্ত কোম্পানিতে তাঁর ১৩.৮৬% ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে একটি বৈধ উইল কার্যকর করেছেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সেই ইচ্ছার ভিত্তিতে অভিযোগকারীর দ্বারা প্রাপ্ত শেয়ারের বিষয়ে উক্ত কোম্পানির সাথে চিঠিপত্র করেছিলেন। ব্যবস্থাপনা তার দাবির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়েছিল এবং তাকে এই বিষয়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের (সংক্ষেপে এমসিএ) কাছে অভিযোগ করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে, তাকে জানানো হয়েছিল যে তার প্রয়াত স্বামী জে. পি.বনসল অভিযুক্ত সঞ্জয় বনসলের পক্ষে তাঁর সমস্ত শেয়ার উপহার দিয়েছিলেন। উপহারের চিঠির স্বাক্ষরগুলি সন্দেহজনক ছিল এবং অভিযোগকারী দক্ষ সংস্থাগুলির সাথে যাচাই করেছিলেন এবং রিপোর্ট পাওয়ার পরে তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে গিল্টে স্বাক্ষরগুলি জাল ছিল এবং তার স্বামী দ্বারা তৈরি করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত কোনও উপায় না পেয়ে এই অভিযোগকারী জয়প্রকাশ বনসালের স্ত্রী হওয়ায় ০২.০১.২০২১ তারিখে আসানসোল দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে হয়েছিল।

পুলিশ, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে এই মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে কারণ পুলিশ খুঁজে পেয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষী ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী রাধা বনসল পুলিশ কর্তৃক এফ. আর. টি জমা দেওয়ার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং এই মামলার আরও তদন্তের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

মৌখিক দাখিল করার পাশাপাশি ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী লিখিত যুক্তিও দিয়েছেন যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ডিসেম্বর,২০১৭ থেকে জেপি বনসাল প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে সমস্ত ন্যায্যতার সাথে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী এমসিএ-র কাছে অভিযোগ করেছেন। তিনি ফরেনসিক ডকুমেন্ট এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞের রিপোর্টের উপরও নির্ভর করেছিলেন। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে জেপি বনসালের অভিযুক্তকে তার অংশ উপহার দেওয়ার কোনও কারণ নেই। এটি লক্ষণীয় যে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল যেখানে এটি উল্লেখ করা হয়েছিল,"পিসি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ভর্তির নেতৃত্বে, এই মামলার উপাদান আলামত উদ্ধারের জন্য তাদের ভর্তির সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে তাদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল কিন্তু তাদের অসহযোগিতার কারণে কোন ফল হয়নি" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে পুলিশ এফআরটি জমা দেওয়ার সময় উল্লেখ করেছে যে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী মামলার তদন্ত সম্পর্কিত পুলিশকে সহযোগিতা করেনি তা নোট করা হাস্যকর।

ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মুরারিলাল-বনাম-মধ্যপ্রদেশ এআইআর ১৯৮০ সুপ্রিম কোর্ট ৫৩১-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত বলেছে যে হস্ত লিখন বিশেষজ্ঞের মতামত যথেষ্ট সমর্থন না করা পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে না। আলমগীর - বনাম - রাজ্য এআইআর ২০০০ (এসসি) ২৮২-এ হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রমাণ হিসাবে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত একই মতামত দিয়েছে।

পাশাপাশি রেকর্ড এবং সিডির সতর্কতা যাচাই করে এবং মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের সাথে মিলিত অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে তদন্তকারী অফিসার বর্তমান মামলাটি তদন্ত করেননি যাতে জালিয়াতির গল্পের সাথে ২৭ কোটির বেশি টাকার প্রতারণা এবং অপব্যবহার জড়িত ছিল।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার এই গুরুতর মামলার তদন্ত করার সময় সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন। আমার কল্পনা প্রসারিত করে, আমি স্বীকার করতে পারি না যে তদন্ত চলাকালীন প্রকৃত অভিযোগকারী পুলিশকে সহযোগিতা করেননি।

সমস্ত দিক বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করার জন্য আরও তদন্তের জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা।

আই. সি, আসানসোল দক্ষিণ থানা-কে ব্যক্তিগতভাবে মামলাটি তদন্ত করার বা পূর্ববর্তী আই. পি ছাড়া তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনও উপযুক্ত পুলিশ অফিস দ্বারা তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নথিগুলি যে কোনও উপযুক্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা পরীক্ষা/যাচাই করার নির্দেশও দিয়েছেন।

এই আদেশের একটি অনুলিপি মেনে চলার জন্য আই. সি., আসানসোল, দক্ষিণ থানায় পাঠানো হোক।

জি. আর. ও. মেনে চলার জন্য।

থেকে ১৯.০৫.২০২৩ আইও-র প্রতিবেদনের জন্য।

৫৪। এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে সিআরপিসি-র ৪৮২ ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ৩৯৭/৪০১-এর বিধান আহ্বান করে উপরোক্ত আদেশ জারি করা হয়েছিল।

৫৫। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলির পাশাপাশি পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কের বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আরও তদন্তের জন্য প্রধান বিবেচনার বিষয় হল সত্যের কাছে পৌঁছানো এবং প্রকৃত ও যথেষ্ট ন্যায়বিচার করা। আরও তদন্তের জন্য তদন্তকারী সংস্থার হাত নিছক বিলম্বের ভিত্তিতে বেঁধে রাখা উচিত নয়। অন্য কথায়, বিচার শেষ করতে আরও বিলম্ব হতে পারে এই নিছক সত্যটি আরও তদন্তের পথে দাঁড়ানো উচিত নয় যদি এটি আদালতকে সত্যে পৌঁছাতে এবং প্রকৃত, যথেষ্ট এবং কার্যকর ন্যায়বিচার করতে সহায়তা করে।

৫৬। এই মামলায় উত্থাপিত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে যাই। যখনই তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (২) (i) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো চূড়ান্ত প্রতিবেদন তাঁর সামনে পেশ করা হয়, তখন বেশ কয়েকটি পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, কোনও অপরাধ কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয় এবং এই ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিতগুলি করতে পারেন:

- প্রতিবেদনটি গ্রহণ করে এবং প্রক্রিয়া জারি করে অপরাধের বিচার গ্রহণ করে,
- অথবা প্রতিবেদনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারে এবং কার্যধারা বাতিল করতে পারে অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তার জমা দেওয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিচার নিতে পারে।
- ধারা ১৫৬ (৩) এর অধীনে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে এবং পুলিশকে সিআরপিসির ধারা ১৭৩ (৮) এর অধীনে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।
- প্রতিবাদ পিটিশনটিকে একটি অভিযোগ হিসাবে বিবেচনা করতে পারে এবং সিআরপিসির ২০০ ও ২০২ ধারার অধীনে এগিয়ে যেতে পারে।
-

৫৭। এখানে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আরও তদন্তের পথে অনুসন্ধান করতে পছন্দ করেন, সম্ভবত অস্বাভাবিক তথ্য এবং পরিস্থিতির কারণে।

৫৮. আমরা উপহারের চিঠির জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে কাজ করছি যার ফলস্বরূপ আর্থিক লাভ হয়।

৫৯। তদন্ত থেকে এটা বোধগম্য নয় যে, মিঃ জে.পি. বনসাল কেন উইল সম্পাদনের তিন বছর পর তার সমস্ত শেয়ার তার ভাগ্নেকে উপহারের চিঠির মাধ্যমে হস্তান্তর করেছিলেন, তার স্ত্রীর (ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী) অনুকূলে তার সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর করেছিলেন, এমনকি উপহারের চিঠিটিও তার মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে কার্যকর করা হয়েছিল।

৬০। তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী আধিকারিক উইল এবং উপহারের চিঠি উভয়ই সংগ্রহ করেন এবং প্রশ্নকৃত নথি পরীক্ষা ব্যুরোর কাছে উপহারের চিঠি পাঠান এবং 'কোনও জালিয়াতি নেই' রিপোর্ট পাওয়ার পরে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেন (তথ্যের ভুল)। অন্যদিকে, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগটি একটি ব্যক্তিগত ফরেনসিক ডকুমেন্ট এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ (ব্রিলিয়ান্ট ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন প্রাইভেট লিমিটেড) দ্বারা পরীক্ষা করা উপহারের চিঠিটিও পেয়েছিল, যিনি উপহারের চিঠিতে শ্রী জে. পি. বনসলের স্বীকৃত স্বাক্ষর এবং তাঁর স্বাক্ষরের মধ্যে অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিলেন।

৬১. এই পরিস্থিতিতে, আমি বিনয়ভাতে (উপরে) বর্ণিত স্থির নীতির উপর নির্ভর করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারছি না, যেখানে মহামান্য শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ-

> "..... বলা যায় যে একটি ন্যায্য এবং ন্যায্য তদন্ত এই উপসংহারে নিয়ে যাবে যে, অভিযোগ গঠন না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ 173 (8) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার হঠাৎ করেই প্রাক-বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়, এটি ন্যায়বিচারের প্রতারণার সমান হবে, কারণ কিছু মামলা আরও তদন্তের জন্য চিৎকার করতে পারে যাতে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হিসেবে অভিযুক্ত করা না হয় অথবা প্রাথমিকভাবে একজন দোষী ব্যক্তিকে তাই বাদ দেওয়া হয় না.....।"

৬২. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি এই মামলার নির্দিষ্ট তথ্য এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আরও তদন্তের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। ফলস্বরূপ, কোনও যোগ্যতা ছাড়াই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ব্যর্থ হয়েছে।

৬৩। তদনুসারে, ২০২৩ সালের সিআরআর নং ১০২৭ হওয়ার কারণে এই পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

৬৪। বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, সে অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

৬৫. এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

৬৬। এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

[বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly